হসপিটালিটি সেক্টরে
তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ)
কৌশলপত্র

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন

বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ২০০৫ এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সংশোধিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইনে যে সকল স্থানকে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হলো;

"পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত অফিস ও বেসরকারী অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা হল), থিয়েটার হল, বিপনী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেষ্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারন কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

"পাবলিক পরিবহন" অর্থ- মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

সূচীপত্র

ভূমিকা ২

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ৩

২. সংজ্ঞা ৩

৩. আইনের প্রাধান্য ৩

৪. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য ৩

৫. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের লক্ষ্য ৪

৬. তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বলতে ৪

৭. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রমসমূহ ৫

৮. ধূমপান এলাকা স্থাপনে আইনের বিধান ৬

৯. ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা/সাইনেজ ৭

ভূমিকা

সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে চুক্তিতে অনুসমর্থন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত Global Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক (বয়স ১৫ বছর বা তদুর্ধ) জনসংখ্যার ৩৫.৩% ধূমপান ও তামকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে; ৪২.৭% কর্মক্ষেত্রে এবং ৪৯.৭% হসপিটালিটি সেক্টরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সকল পাবলিক প্লেসের মধ্যে হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। অধিকন্তু হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন এলাকায় ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার এবং যত্রতত্র থুথু ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণ ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে, যক্ষার মত সংক্রামক রোগ রোগীর থুথুর মাধ্যমেই বেশি ছড়ায়।

গত ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক "South Asian Speakers Summit" এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষনা দিয়েছেন। অধিকন্তু, দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও SDG এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্ত কার্যকরভাবে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি কৌশলপত্র প্রয়োজন।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

এ কৌশলপত্র "হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র" নামে অভিহিত হবে এবং সরকার নির্ধারিত তারিখ থেকে এ কৌশলপত্র কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা: বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এ কৌশলপত্রে

ক) 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক;

খ) 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য;

গ) ধূমপান এলাকা অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) ধারা-৭ এবং বিধি-৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা;

ঘ) 'পাবলিক প্লেস' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারার সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস;

ঙ) 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারার সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন;

চ) 'হসপিটালিটি সেক্টর' বলতে বোঝাবে রেস্টুরেন্ট, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান এবং উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea Beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবহন এবং সময় সময় সরকার/স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান;

ছ) 'বিধি' অর্থ: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫; এবং

জ) 'ব্যক্তি' অর্থ: উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারার সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩. আইনের প্রাধান্য

এ কৌশলপত্রে'র কোন কিছু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন /বিধিমালার পরিপন্থি হলে উক্ত আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে।

৪. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়াই এই কৌশলপত্রের মূল উদ্দেশ্য।

৫. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের লক্ষ্য

৫.১: হসপিটালিটি সেক্টর শতভাগ তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) তামাকজনিত স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা;

৫.২: হসপিটালিটি সেক্টর শতভাগ তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে উক্ত সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

৫.৩: হসপিটালিটি সেক্টরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ও পরিস্কার পরিছন্ন রাখা;

৫.৪: হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল পাবলিক প্লেস তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা;

৫.৫: হসপিটালিটি সেক্টর কর্তৃক গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৬. তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বলতে

৬.১: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে (রেস্টুরেন্ট, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান এবং উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea Beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবহন এবং সময় সময় সরকার/স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান) আইনের বিধান অনুসারে দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কীকরণ নোটিশ স্থাপন। (আইনের ধারা-৮, বিধি-৮);

৬.২: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা;

৬.৩: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে ধূমপান সহায়ক দ্রব্যাদি যেমন- ছাইদানী/অ্যাস ট্রে, ও লাইটার না রাখা। (বিধি-৭ খ);

৬.৪: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্যের কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, প্রচার-প্রচারণা এবং তামাক কোম্পানির যে কোন ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে না। (আইনের ধারা-৫);

৬.৫: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান তামাকমুক্ত রাখা;

৬.৬: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত রাখা;

৬.৭: অত্যাবশ্যকীয় হলে আইনের বিধান অনুসরণ করে ধূমপান এলাকা স্থাপন। (আইনের ধারা-৭ ও বিধি-৬)।

৭. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

৭.১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

৭.১.১: ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে;

৭.১.২: ধূমপানমুক্ত এলাকায় যেন কোন ছাইদানি/ লাইটার না থাকে তা নিশ্চিত করবে;

৭.১.৩: কোন ব্যক্তি আইন এবং বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করে ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করলে ক্ষেত্রমতে, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি অথবা ব্যবস্থাপক উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান করা থেকে বিরত রাখবে;

৭.১.৪: উপর্যুক্ত বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি ধূমপান হতে বিরত না হলে, উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগে বাধ্য করবে এবং তাকে যে কোন প্রকার সেবা প্রদান হতে বিরত থাকবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেবে;

৭.১.৫: ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং যে কোন প্রকার সেবা প্রদান হতে বিরত থাকবে।

৭.২: তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজে একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে তার নাম ও ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;

৭.৩: সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাইসেন্স/পারমিট প্রদান ও নবায়ন করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স/পারমিট প্রদান ও নবায়ণকারী কর্তৃপক্ষ আইন প্রতিপালনের বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করবে;

৭.৪: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে নিজ নিজ অধিভূক্ত এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (যেমন-বিভাগ ও জেলা পযায়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ/নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পোস্টার/প্লেকার্ড তৈরি, বিতরণ ও প্রদর্শন করা, মিডিয়া ক্যাম্পেইন, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি) গ্রহণ করবে;

৭.৫: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান একটি মনিটরিং টিম গঠন করবে, এর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মনিটরিং করবে এবং মনিটরিং-এর প্রতিবেদন যথাযথ কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করবে;

৭.৬: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকালপার্সনের অধিনে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হবে। এই টিম অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সময় সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করবে;

৭.৭: হসপিটালিটি সেক্টরে প্রতিনিয়ত মনিটরিং করার জন্য অত্র মন্ত্রণালয় মনিটরিং টুল/উপকরণ/ফরম প্রস্তত করবে এবং বাস্তবায়নে হসপিটালিটি সেক্টরকে উদ্বুদ্ধ করবে;

৭.৮: হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত ম্যানুয়ালে/ কার্যপ্রণালী বিধি/ SOP ইত্যাদিতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করবে;

৭.৯: সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে;

৭.১০: প্রয়োজন সাপেক্ষে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীদের থুথু/ পিক ফেলার জন্য বালিভর্তি নির্ধারিত পাত্র রাখতে হবে;

৭.১১: সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন যে সকল সেবা প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্লেসের আওতাভুক্ত নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক প্লেসের আওতায় আনবে;

৭.১২: হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রটি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ।

৮. ধূমপান এলাকা স্থাপন করার প্রয়োজন হলে আইনের বিধান (আইনের ধারা-৭ এবং বিধি-৪ ও ৬) অনুসরণপূর্বক নিম্নরূপভাবে স্থাপন করতে হবে

৮.১: পাবলিক প্লেসের কোন ভবন হলে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থান উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানে হতে হবে;

৮.২: ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হতে পৃথক রাখতে হবে;

৮.৩: ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাতে ধূমপানের ধোঁয়া প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে;

৮.৪: ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি বা পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৮.৫: ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়ে যাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত না করতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

৮.৬: ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত করে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সর্বসাধারণকে রক্ষা, এফসিটিসির বাস্তবায়ন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা-৩ (SDG-3) অর্জন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

মোঃ মহিবুল হক
সচিব

৯. ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকা/ সাইনেজ

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ধূমপান হইতে বিরত থাকুন
ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

Abstain from Smoking, it is a Punishable Offence

সাইজ: ৪০ × ২০ সে. মি.

পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে
ধূমপান নিষিদ্ধ

- পাবলিক প্লেস/পরিবহনে ধূমপান করা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন ব্যক্তি পাবলিক প্লেসে/পরিবহনে ধূমপান করলে **অনধিক ৩০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন**।

- প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত না রাখতে পারলে উক্ত পাবলিক প্লেস/পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অনধিক **৫০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন**।

- কোন পাবলিক প্লেস/পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ/ সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে উক্ত পাবলিক প্লেস/ পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক অনধিক **১,০০০ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন**।

- তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারনা আইনত নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনুর্ধ তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক **১,০০,০০০ টাকা দন্ডিত হবেন**।

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০১৯

মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহযোগিতায়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন